একজন অসহায় রেহেনা বানুর সফলতার গল্প

সফল যারা কেমন তারা আসুন জানতে চেষ্টা করি-

মোঃ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক

গ্রামীণ কু-সংস্কার আর প্রতিবন্ধকতা পিছনে ফেলে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বগুড়া জেলার সদর উপজেলার চকসূত্রাপুর গ্রামের জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়া বিধবা মহিলা রেহেনা বানু । যৌবনের প্রারম্ভে কিশোরী অবস্থায় বিয়ে হয় তার। বিয়ের ০৫(পাঁচ) বছর পর কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ০২টি সন্তান রেখে মারা যায় তার স্বামী। স্বামীর তিন শতক ভিটায় দরিদ্র অবস্থায় বসবাস শুরু করেন রেহেনা বানু। দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন যখন বিপর্যস্ত ঠিক তখনি ১৯৯৫ সালে আশার আলো নিয়ে আসে ওয়াল্ড ভিশন বগুড়া। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাষ্টার রোলে চাকুরী পান। তার প্রচেষ্টা ও উদ্যেগে ২০০৭ সালে মাত্র ২০জন মহিলা সদস্য নিয়ে গড়ে তোলেন “মিতালী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ”। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্যগণ কিছু অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যে তাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখত। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমিতির কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৪৭৮জন এবং কার্যকরী মূলধন ৩৪,০১,০৫৩/- (চৌত্রিশ লক্ষ এক হাজার তিপান্ন টাকা) মাত্র। সদস্যরা তাদের পেশার সাথে মিল রেখে হস্ত শিল্প ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ

তিনি তার মহিলা সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রেহেনা বানু বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেন। বগুড়াতে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশন , কেয়ার বাংলোদেশ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখার সাথে যোগাযোগ করেন। তার নেতৃত্বে সমিতির যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে । সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, প্রশিক্ষণ, ঝড়ে যাওয়া শিশু শিক্ষা কর্মসূচী, ক্ষুদ্র আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচীতে ঋণ প্রদান । সুচীকর্ম, কাটওয়ার্ক, ফুড প্রসেসিং। এছাড়া সমিতিতে স্বল্প আয়ের সদস্যবৃন্দকে চিকিৎসা, শিক্ষা, কন্যাবিবাহতে তার নেতৃত্বে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি তার সদস্যদের সমিতির একটি অফিসঘর স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সমিতির নামে ৩ শতক জায়গা নিয়ে একটি অফিস ঘর স্থাপন করেন। তিনি সমিতির সকল আর্থিক কর্মকান্ড অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে করেন।

কার্যক্রমের বর্ণনাঃ

জনাব রেহেনা বানু সমিতির সভাপতি হিসেবে পদাধিকার বলে থাকলেও তিনি মনে প্রাণে একজন প্রশিক্ষক। তিনি বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার সদস্যদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি ও তার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যথাক্রমে সুচীকর্ম, কাটওয়ার্ক, এপলিক, ফুড প্রসেসিং, শিশু স্বাস্থ্য ও নারী অধিকার, গবাদী প্রাণীপালন, নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ দর্জি প্রশিক্ষণ, এমব্রয়োডারী, ব্লকও বাটিক সমিতির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স। রেহেনা বানু এ পর্যন্ত তার সদস্য এবং সদস্যর বাহিরে সব মিলিয়ে ১৫০ জনের অধিক বেকার মহিলাকে স্ব-কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তার অধীনে আত্ন-কর্মসংস্থান কর্মীর সংখ্যা ২৩৭জন।

প্রশিক্ষণ

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমিতির কর্মকান্ড পরিদর্শন

মত বিনিময় বৈঠক

রেহেনা বানুর উদ্যোগে সমবায়ীদের উৎপাদিত হস্তশিল্প পণ্য বর্তমানে বগুড়াতে, সাবা বাংলাদেশ ঢাকা লিঃ, চট্রগ্রাম, ঠাঁকুর গাঁও এর বিভিন্ন সুপার শপে পণ্য বিক্রির উদ্দ্যেগে সরবরাহ করা হয়।

প্রশিক্ষক হিসেবে রেহেনা বানুঃ

তিনি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে নওগাঁয় বিভিন্ন মেয়াদে দর্জি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এছাড়া তিনি উপজেলা সমবায় দপ্তর বগুড়া সদর এর অধীন দর্জি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

রেহেনা বানু তার সমবায় সমিতির প্রচার ও প্রসারের লক্ষে তার সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সমূহ বিভিন্ন মেলায় ষ্টলে প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি ২০১২ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়াতে আন্তজার্তিক বাণিজ্য মেলা ও ২০১৬ সালে সমবায় মেলা, ঢাকা ও ২০১৯ সালে চীন মৈত্রী মিলনায়তনে ঢাকাতে ষ্টলস্থাপন করেন এবং ভুয়সী প্রশংসা অর্জন করেন এবং জাতীয়ভাবে পুরুষ্কারের ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত অর্জনঃ

তিনি শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জেলা পর্যায়ে পর পর তিনবার পুরুষ্কার প্রাপ্ত হয়। সমবায় আইন ও বিধির প্রতি তার রয়েছে অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফলস্বরুপ তার নেতৃত্বে মিতালী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতি বছর অডিট, এজিএম, নিয়মিত নির্বাচনসহ অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন। ভবিষ্যতে সমিতিটি যেন অকার্যকর হয়ে না যায় এজন্য তিনি ক্ষুদে সদস্য ভর্তি করেছেন ২৪১জন(কিশোরী)।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ননে ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের ন্যায় একটি অনগ্রসর নারী প্রধানদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সমিতিটি রেহেনা বানুর উদ্যোগে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। রেহেনা বিশ্বাস করেন জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের লালিত স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে দেশকে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটানো। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমবায়ের মূলমন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ এর মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে অসহায় মহিলাদের হাতকে মজবুত করে তিনি সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে চলেছেন।

বাধা সমুহঃ

রেহেনা বানু জানান যে, তার এবং তার সমিতির মহিলাদের উন্নয়নে রয়েছে ব্যাপক বাধা বিপত্তি তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশের মত দেশে নারী উদ্যোক্তাদের রয়েছে তের ধরণের প্রতিবন্ধকতা যথাক্রমেঃ-

১। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা।
২। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ।
৩। সামাজিক নেতাদের একচোখা চিন্তা ভাবনা।
৪। তথ্য ঘাটতি ।
৫। মূলধনের অভাব।
৬। সার্পোট বা মেন্টরের অভাব।
৭। আত্নবিশ্বাসের অভাব।
৮। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য হীনতা
৯। মার্কেট একসেস বৃদ্ধি করা।
১০। শিক্ষার অভাব।
১১। কারিগরি জ্ঞানের অভাব।
১২। নিজস্ব ষ্টলের অভাব।
১৩। আত্ন-সমবায় সর্ম্পকের ঘাটতি।

কেস ষ্টাডিঃ

সমিতিটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য রেহেনা বানু ও তার কমিটি তার নেতৃত্বে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। মোটামুটি দক্ষ ও শিক্ষিত তার কমিটি সমিতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যেমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সমিতির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করেন ও তার সমাধানের উপায় বের করেন।

ভবিষৎ পরিকল্পনাঃ

রেহেনা বানু জানান যে, তিনি তার সমিতিকে বগুড়া তথা সারা বাংলাদেশের সামনে মডেল সমিতি হিসেবে উপস্থাপন করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি কমপক্ষে ৫৬জন নারী সদস্যকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দাড় করাবেন। এবং সমিতির সদস্যদের কোন নারী সন্তানকে চাকুরীর জন্য অন্যের দারস্থ যাতে না হতে হয়। এ জন্য তিনি সমিতিটিকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবেন এবং সমিতির উৎপাদিত পণ্যকে আন্তজার্তিক পর্যায়ে বাজারজাত করনে ভুমিকা রাখবেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক তথা যেসব ব্যাংক ও এনজিও নারী উদ্যেক্তাদের অর্থ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন তাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করে সফলতা আনবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

যে ভাবে সমবায় সমিতি সফল হলোঃ (প্রশিক্ষণ গ্রহন ও প্রদান)

দীর্ঘ ১৩ বছর সমিতির সকল সদস্যকে রেহেনা বানু তার দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সততা ও নিষ্ঠা, নতুন নতুন বাস্তবমুখী কর্মকান্ড গ্রহণ ও যথাযথ ভাবে মনিটরিং এর কারণে বগুড়া সদর তথা সমগ্র বগুড়ার মধ্যে একটি অনন্য মহিলা সংগঠনে পরিনত হয়েছে। তার প্রশিক্ষণ দক্ষতা তার মাসিক আয় ৩০০০/- থেকে ১৬০০০/- টাকায় উত্তীর্ণ করেছে এবং তার সদস্যদের প্রত্যেকের গড়ে মাসিক আয় ৮-১০ হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে তিনি সদস্যদের মাঝ দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান ও পারিবারিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন। যার ফলে সমিতিটি তার নেতৃত্বে সামগ্রীক ভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছেন। তিনি প্রসার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন নারীরা বিশেষ ভাবে বিধবা, স্বামীপরিত্যাক্তা মহিলাগণ সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ। আমরা সবাই এ রকম একজন রেহেনা বানুর ভবিষতের উত্তরোত্তর সফলতার কামনা করছি।

“সমবায়ের এই প্লাটফর্মে দাড়িয়ে রেহেনা বানু বলতে চায় এইতো আমি, সফল আমি”।

সম্পাদনায়ঃ- মোঃ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক,উপজেলা সমবায় অফিসার,বগুড়া সদর,বগুড়া।